

সুপেয় পানির সংকটে ১ হাজার শিশুশিক্ষার্থী

চরফ্যাশন উপজেলা

চরফ্যাশন (ভোলা) প্রতিনিধি
০৮ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০০ এএম



চরফ্যাশন উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সুপেয় পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এর ফলে প্রায় ১০০০ শিশুশিক্ষার্থী বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এতে করে প্রতিষ্ঠানগুলোতে খাবার পানির হাহাকার চলছে। এর মধ্যে চরফ্যাশন উপজেলা শহরের মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও দীর্ঘদিন ধরে খাবার পানির সংকটে ভুগছে পাঁচ শতাধিক শিশুশিক্ষার্থী। বিদ্যালয়ের একমাত্র টিউবওয়েলটি বিকল হয়ে পড়ায় তীব্র গরমে শিক্ষার্থীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পাশে স্থাপিত টিউবওয়েলটি দীর্ঘদিন ধরে অকেজো। পানি তোলার জন্য ব্যবহৃত লোহার হ্যান্ডেলটিও নেই। ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা নিরাপদ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে পানি এনে কিংবা পানি না খেয়েই ক্লাস করছে।

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী সীমান্ত জানায়, ‘বিদ্যালয়ে পানি না থাকায় খুব কষ্ট হয়। তৃষ্ণা পেলেও পানি খেতে পারি না। এতে পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।’

অভিভাবক আখতার হোসেন বলেন, ‘উপজেলা শহরের একটি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। এটা খুবই দুঃখজনক। প্রচণ্ড গরমে শিশুদের পানি সংকটে পড়তে হচ্ছে। দ্রুত একটি নতুন টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।’

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা রওনক জাহান মৌসুমী জানান, টিউবওয়েলটি দীর্ঘদিন ধরে অকেজো থাকায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

প্রধান শিক্ষক নিজাম উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া কিংবা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে টিউবওয়েলটি নষ্ট হয়ে থাকতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে একটি সাবমারসিবল টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য আবেদন করেছি।

উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন জুয়েল বলেন, বিষয়টি তার জানা ছিল না। তবে এখন জেনেছেন উল্লেখ করে তিনি দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন।

এদিকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের চরফ্যাশন কার্যালয়ের সহকারী প্রকৌশলী মো. কামাল উদ্দিন জানান, উপজেলার ১৮টি বিদ্যালয় থেকে সাবমারসিবল টিউবওয়েলের জন্য আবেদন পাওয়া গেছে। এসব আবেদন যাচাই-বাছাই করে সুপারিশসহ জেলা কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ভোলার নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. ইমরান তরফদার বলেন, বর্তমানে যে প্রকল্পের মাধ্যমে সাবমারসিবল টিউবওয়েল বসানো হয়, সেটির মেয়াদ শেষের দিকে। জুনের পর নতুন বরাদ্দ পাওয়া গেলে অনুমোদন সাপেক্ষে টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।

এদিকে দ্রুত সমাধান না হলে গরমের মৌসুমে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। তাই দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে অভিভাবক ও স্থানীয়রা।